Issue cover not available

Vol. 14 | No. 2 | 1970

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি

Volume	14
Issue	2
Year	1970
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনসুর মুসা
Published online	December 1, 1970
DOI	10.62328/sp.v14i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v14i2.5
Pages	185-189
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

পুস্তক সমালোচনা

Check for updates

বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি।

মমতাজুর রহমান তরফদার
প্রকাশক : মুনীর চৌধুরী
অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রকাশকাল : জানুয়ারী ১৯৭১
মূল্য : দশ টাকা মাত্র
পৃষ্ঠা : ৪৪৪

বাঙলা সাহিত্যের যে সব অঙ্গন মৌলিক গবেষণার সুতীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি মধ্যযুগের পুথি সাহিত্যের পটভূমি বিশ্লেষণ তার অন্যতম। মুসলমান কবিদের অনুবাদকমূলক পুথিসাহিত্যের পটভূমি যথাযথ বিশ্লিষ্ট না হওয়ার ফলে এসব কাব্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনুবাদ-কৃতিত্ব ও মৌলিক-শিল্পসৃষ্টির পার্থক্য নির্ধারণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠতে পারে নি। মমতাজুর রহমান তরফদার তাঁর 'বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি' গ্রন্থে এতদসংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন করেছেন। এ সব মধ্যযুগীয় পুথিগুলোকে বাংলা রোমান্টিক কাব্য নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেন রোমন্টিক কাব্য নামে আখ্যায়িত করা হল তার কোন সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নি। সংক্ষিপ্ত যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাও স্ববিরোধ মুক্ত নয়। এ সব কাব্যের মানবীয় আবেদন তার অলৌকিক আবহ, তার অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি, তার রোমাঞ্চকর সংকট তার অমানবীয় রূপলোককে আধুনিক অর্থে কতটুকুন রোমান্টিক বলে অভিহিত করা যায় তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য বিতর্ক উত্থাপন না করেই এদের বাংলা রোমান্টিক কাব্য নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে-নামেই অভিহিত করা হোক না কেন মধ্যযুগের এ সব কাহিনী কাব্যের ফারসী ও

হিন্দী-আওয়াধী পটভূমির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে গ্রন্থকার যে নিষ্ঠা ও অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়েছেন, যে পরিক্রমণ ও পর্যালোচনা করেছেন, যে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন উত্থাপন করেছেন তার কৃতিত্ব সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করতে হবে।

'বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি' গ্রন্থে ত্রিবিধ কর্ম সম্পাদনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়: প্রথম হচ্ছে তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করার ঔৎসুক্য, দ্বিতীয়টি অনুবাদ হিসেবে বাংলা কাব্যগুলোর শিল্পমান নির্ধারণ, তৃতীয়তঃ কাব্যগুলোর আলোচনায় তার পটভূমির বহুবিস্তৃত সূত্রের হদিস প্রদানের প্রয়াস। এই ত্রিবিধ কর্মকে একই গ্রন্থে সুসম্পন্ন করা কঠিন কর্ম, সন্দেহ নেই। মমতাজুর রহমান তরফদার দীর্ঘ দিনের নিরলস সাধনায় এই কঠিন কর্মকে সুসম্পন্ন করে একটি অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। প্রশংসা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য।

বাংলায় তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে খ্যাতি যাঁরা অর্জন করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ডঃ শহীদুল্লাহ, মুনীর চৌধুরী, আলী আহসান এবং তরফদার। শহীদুল্লাহ সাহেব আলোচনার সূত্রপাত করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক ঔৎসুক্য নিয়ে পদ্মাবতীর সম্পাদনা করতে গিয়ে। তাঁর আলোচনা দিক-নির্দেশক, তবে খণ্ডিত। মুনীর চৌধুরী সার্থক আলোচনা করেছেন ইংরেজী ও বাঙলা নাটকের তুল্য-মূল্য বিচারে; আর জায়সী ও আলাওলের পদ্মাবতীর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন আহসান সাহেব। শেষোক্ত গ্রন্থ বাংলা কাহিনী কাব্যের হিন্দী-আওয়াধী পটভূমি বিচারের আংশিক প্রচেষ্টা, পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা নয়। এদিক থেকে তরফদার সাহেবের প্রয়াসকে একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস বলা যেতে পারে। কারণ এতে শুধু আলাওল ও জায়সীর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়নি, আলোচনা করা হয়েছে মওলানা দাউদের 'চন্দায়ন', সাধনের 'মৈনাসত' কুতবনের 'মৃগাবতী', জায়সীর 'পদ্মাবতী' ও মনঝনের 'মধুমালতী' ইত্যাদির সঙ্গে

বাংলা 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' 'মৃগাবতী' 'পদ্মাবতী' ও 'মধুমালতীর। আলোচনার এই পরিব্যাপ্তি ও সামগ্রিকতার ফলে সমস্ত কাহিনী-কাব্যের পটভূমি ও চরিত্র প্রকৃতির সমগ্র পরিমণ্ডলটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ফলে গবেষক, পাঠক ও ইতিহাস রচয়িতার কাছে বাংলা সাহিত্যের এই অধ্যায়টি সহজবোধ্য হয়ে উঠবে।

বাংলা পদ্মাবতী, মৃগাবতী, সতীময়নালোরচন্দ্রানী ও মধুমালতীর আলোচনার ক্ষেত্রে দুটো সমস্যা ছিলো। পটভূমির বিস্তৃত ইতিহাস না জানার ফলে কেউ কেউ এগুলোর মৌলিকত্ব সম্পর্কে অতি উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করতো; আবার একই কারণে কেউ কেউ এর মৌলিকত্বকে তুচ্ছজ্ঞান করে তার অনুবাদের মূল্যায়নে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতো। ফলে কাব্যগুলোর সত্যিকার শিল্পমূল্য অনধীত থেকে যেতো এবং আলোচনা প্রায়শ একদেশদর্শী হয়ে যেতো বাধ্য হতো। তরফদার সাহেবের এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের সামগ্রিক প্রয়াসের ফলে বর্তমানে যে কাব্যগুলোর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভারসাম্য সংরক্ষিত হবে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বাংলা রোমান্টিক কাব্যগুলোর পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তরফদার সাহেব কাহিনীসূত্রের স্থানগত, কালগত ও তত্ত্বগত পরিবর্তনের যে সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তাতে মূলের সঙ্গে বাংলা রূপান্তরিত কাহিনীগুলোর পার্থক্য সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে বাংলা কাহিনীগুলোর মানবিক আবেদন, তত্ত্বমুক্তি ও শিল্পোৎকর্ষ বিচার নির্ভেজাল ও যুক্তিগ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে গেছে।

গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার যে বক্তব্য রেখেছেন তা হচ্ছে:

"বহুদিন পূর্বেই মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত 'পদমাবতী'র একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে। কিন্তু মওলানা দাউদের 'চন্দায়ণ', সাধনের 'মৈনাসৎ', কুতবনের 'মৃগাবতী' ও মনঝনের 'মধুমালতী', বিগত দশ পনের বছরের মধ্যে সম্পাদিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে। তাই আজ পর্যন্ত কাব্যগুলির

পর্যালোচনা নিতান্তই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের আলোচনা কাব্যগুলির পাঠনির্ণয়, কবিদের কালনিরূপণ, পাণ্ডুলিপি পরিচয়, কাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ বিশ্লেষণ, শব্দার্থ-জ্ঞাপক টীকা-টিপ্পনী রচনা, ভাষাতাত্ত্বিক বিচার এবং এ জাতীয় আরো বহু তথ্য সন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ সব বিষয়ে আলোচনার মূল্য অস্বীকার করা যাবে না, এ কথা সত্য; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কাব্যগুলির সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো মন্তব্য সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। ··· সাহিত্যিক মূল্যায়নের প্রয়াস যেখানে আছে, সেখানেও কিন্তু লেখকদের মন্তব্য সংশয়মুক্ত নয়, নিশ্চয়তার ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।" এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থকার 'অগ্রজ কবিদের সঙ্গে পরবর্তী কবিদের সম্পর্ক নির্দ্দেশের সময়' 'সাহিত্যিক মানের প্রশ্নটি যথাসম্ভব' মনে রেখেছেন। তিনি 'স্বতন্ত্র অধ্যায়ে কাব্যগুলোর সাহিত্যরীতি, ঐতিহ্য, মননশীলতা, অলঙ্কার বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক কবিতা ও পাঠকের সঙ্গে এ সাহিত্যের সম্পর্ক ও যোগসূত্রের কথা বলতে' চেয়েছেন। এক কথায় তাঁর সামগ্রিক প্রয়াস হচ্ছে, তাঁর ভাষায়—"আমি বাংলা কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমির উপর নজর রেখেছি বিশেষভাবে, বাংলা কাব্যগুলির প্রকরণ ও সাহিত্যিক মূল্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করি নি। হিন্দীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবেই ওগুলিকে আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে টেনেছি।"

মমতাজুর রহমান তরফদার উল্লিখিত কাহিনীগুলোর উৎস সন্ধান করেছেন, পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন, মূল কাহিনীর বিবরণ দান করেছেন, স্থান ও কালগত কারণে কাহিনীতে যে সব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ করেছেন, কাহিনীতে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্যের যে ছাপ পড়েছে সেগুলো উদ্ধার করেছেন, বিভিন্ন কাহিনীর সমান্তরাল আলোচনা করেছেন, কাহিনীগুলোর কাব্যমূল্য পরীক্ষা করেছেন, ভাষা ও রূপক অলংকারাদির হদিস নিয়েছেন, দার্শনিক তত্ত্বের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন,

সমসাময়িক সমাজ চিত্রগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করেছেন, মূল কাহিনীগুলোর উপর লোককাহিনীর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, সর্বোপরি কবি ও কাব্যের যৌগিক আলোচনার আদর্শকে অবলম্বন করেছেন ; এবং এতগুলো কাজ একসঙ্গে করতে গিয়ে মাঝে মাঝে খেই হারিয়েছেন।

'বাংলা রোমান্টিক কাব্যে আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি' গ্রন্থের আলোচনা-গুলো বিভিন্ন সময়ে 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা' ও 'সাহিত্য পত্রিকা'য় পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছিল। গ্রন্থাকারে রূপ দেওয়ার সময় সেগুলোতে কিছু কিছু পরিমার্জনা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সংকলনের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নি। তরফদার সাহেবের রচনা শৈলী সংহত নয়, কিছুটা বিস্রস্ত। বিস্রস্ত রচনা শৈলীর অসম্পূর্ণতাবোধ ও অপরিতৃপ্তিবোধ তাঁর রচনায় পূর্ণরূপে বিরাজমান। যথার্থ মনোভাব প্রকাশের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট শব্দ নির্বাচনের প্রয়োজনকে তিনি সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করেন নি।

তরফদার সাহেবের কৃতিত্ব আলোচনার সূত্রপাতে, চূড়ান্ত আলোচনায় নয়। তাঁর আওয়াধী-হিন্দী কাব্যের মূল্যায়নের যাথার্থ্য ও মর্যাদা উপলব্ধির জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। পটভূমির বিস্তারিত পরিচয় উদঘাটন করে তিনি এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র উন্মোচিত করেছেন। গবেষকরা তাঁর আলোচনার সহায়তা গ্রহণ করে বিশেষভাবে উপকৃত হবে। শ্রমসাধ্য মৌলিক গবেষণা বিরলতায় এদেশে 'বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি' গ্রন্থটি ব্যতিক্রমের অন্যতম নিদর্শন। মৌলিক প্রয়োজনের এ গ্রন্থটির মূল্য প্রশংসার চোরাবালি দিয়ে আমরা ঢেকে রাখতে চাই না।

মনসুর মুসা